বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার

জাতীয় শোক দিবস পালন

লাভলী রহমানঃ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৩রা সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া লাকাম্বা লাইব্রেরি হলে এক কর্মসূচি পালন করে। শোক দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল দোয়া, আলোচনা এবং

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতীয় শোক দিবস ২০১১ উপলক্ষে "হৃদয়ে শেখ মুজিব" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।স্মরণিকাটি ছিল আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেস্টা। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন Tony Bourke MP, Member for Watson. Federal Minister for Sustainability, Environment, Water, Polution and Communities. বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন Ms Michelle Rowland, Federal MP for Greenway. Guest Speaker হিসাবে বক্তব্য রাখেন ডঃ আতিক ইসলাম, প্রোঃ ভাইস চেন্সেলর, Edith Cowan University, WA এবং ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, Griffith University, Queensland.

বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত-সভাপতি ডঃ রতন কুণ্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ও সাধারন সম্পাদক ডাঃ লাভলী রহমানের উপস্থাপনায় জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাঃ নুরুর রহমান খোকন।

বাবা দিবসে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ফেডারেল এম পি Michelle Rowland. Michelle বলেন Fathers Dayর মত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিনে এমন একজন মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি গৌরববোধ করছি। স্যালুট টু ইউ আওর গ্রেট লিডার। সিডনির গ্রীনওয়ে থেকে নির্বাচিত ফেডারেল এম পি Michelle বলেন, আমার বাংলাদেশী বন্ধুদের কাছে আমি এই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনি। এরপর তাঁর ব্যাপারে গবেষণা, পড়াশুনা করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। এক বিশাল ব্যাক্তিত্ব , ক্যারিশমা নিয়ে তিনি একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। এমন বর মাপের একজন ক্যারিশমাটিক নেতার বিষয়ে এর আগে আমি অনেক বেশি পড়ার - জানার সুযোগ পাইনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। Michelle বলেন, বাংলাদেশের বাঙ্গালিরা আজ মাল্টিকালচারাল অস্ট্রেলিয়ারই অংশ। আমরা এমন একটি জাতি যারা পরস্পরের গৌরব, আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নেই। সে আনুসারে বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ানদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরও নেতা। বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ানদের জাতির পিতা আমাদেরও পিতা। হ্যাপি ফাদারস ডে টু ইউ । এ সময় হল ভর্তি প্রবাসী বাঙালিরা করতালি দিয়ে Michelle কে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধুর প্রতি এক বিদেশিনীর ভালবাসা দেখে আবেগে অনেকের চোখে চলে আসে আনন্দাশ্রু।

অনুষ্ঠান শেষে আগত অতিথিদের জন্য নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।